"রাজস্বের প্রবৃদ্ধি
টেকসই সমৃদ্ধি,,

ই-মেইল/জিইপি/বাহক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
এস.ইসলাম পার্ক ভিউ, ১৫২/১, পার্ক রোড, ছোটরা, কুমিল্লা-৩৫০০
www.cevccomilla.gov.bd

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য এর বৈধ মালিকানা/দাবীদারকে এ দপ্তর বরাবর মালিকানা দাবী করে (যদি কেউ থাকে) আবেদন করার অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি।

সূত্র: শুল্ক গুদাম, কুমিল্লা এর জি.আর. নম্বর: ১৫৬৫/২০২৪, তারিখ: ২৩/০৬/২০২৪ খ্রিঃ।

আটককারী কর্তৃপক্ষ	: ১০ বিজিবি, কটক বাজার বিওপি, কোতয়ালী, কুমিল্লার সদস্যগণ।
আটকের স্থান	: বড়পুকুর পাড়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা নামক স্থান।
আটকের তারিখ ও সময়	: গত ১৪-০৬-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ আনুমানিক ০২:০০ ঘটিকা।
আটককৃত মালামাল ও গাড়ির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	: ভারতীয় বিভিন্ন প্রকারের মোবাইল সেট ও একটি সিএনজি।
আটককৃত মালামাল যে গুদামে জমা নেয়া হয় নাম ও তারিখ	: শুল্ক গুদাম, কুমিল্লা, তারিখ: ২৩-০৬-২০২৪খ্রিস্টাব্দ।
আটককৃত মালামাল ও গাড়ির কাস্টমস গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক নিরুপিত মূল্য	: ৩৮,৪৫,৮০০/- (আটত্রিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার আটশত) টাকা।

সূত্রীয় জিআরভুক্ত মামলার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, উপর্যুক্ত আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থিত লোকজন ও সাক্ষীগণের সামনে চোরাইপথে ভারত থেকে আনিত উপরে উল্লিখিত মালামালের আটক প্রতিবেদন তৈরি পূর্বক কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭ এবং ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলভুক্ত ক্রমিক নং ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে একই আইনের ধারা ১৯২ (১) ও (২) মোতাবেক শুল্ক গুদাম কুমিল্লায় জমা প্রদান করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক আটক পণ্যের মূল্য নিরূপণ করা হয়।

আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত আটক প্রতিবেদনে বর্নিত পণ্য আখাউড়া শুল্ক গুদামে জমা দেয়া হয়। উক্ত পণ্য শুল্ক করাদি ফাঁকি দিয়ে অবৈধ পথে চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর কারনে আটক মামলা দায়ের করে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭ এবং ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলভুক্ত ক্রমিক নং ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং The Imports & Exports (Control) Act, 1950 এর Section 3 এর Sub-section 1 এর বিধান ভঙ্গের অভিযোগে গুদাম কর্মকর্তা একটি আটক মামলা দায়ের করে ন্যায়-নির্ণয়নের জন্য আটক প্রতিবেদন এ দপ্তরে প্রেরণ করেন।

উল্লিখিত জিআর এ বর্নিত জব্দকৃত মালামালের কোন বৈধ মালিক/দাবিদার থাকলে আগামী দশ (১০) কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ প্রমাণক/দলিলাদিসহ এ দপ্তরে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যথাযথ দলিলাদি প্রমানকসহ মালিকানা দাবী করতে ব্যর্থ হলে আর কোন প্রকার নোটিশ ব্যতিরেকে মামলায় বর্ণিত সমুদয় পণ্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

আদেশক্রমে

২০/০৬/২৫

মোঃ হুমায়ুন কবির বসুনীয়া
সহকারী কমিশনার (চলতি দায়িত্ব)
অতিরিক্ত কমিশনারের পক্ষে।
E-mail: cevccomilla@gmail.com

CamScanner